দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 20 AUG 2007 পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ইব্রাহিমপুর সূফী আজমত উল্লাহ (রহঃ) সিনিয়র মাদ্রাসায় জামায়াতের রামরাজত্ব

মাদ্রাসা কেন্দ্র বাতিলের পরও চলছে অনিয়ম দুর্নীতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বি-বাড়িয়া জেলার ইব্রাহীমপুর সূফী আজমত উল্লাহ (রহঃ) সিনিয়র মাদ্রাসায় চলছে জামায়াতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব। অবৈধভাবে পরীক্ষা দেয়ানো, নিজ মাদ্রাসায় পরীক্ষা কেন্দ্রের সুবাদে পরীক্ষার্থীদের অবাধে নকলের সুযোগ দিয়ে প্রায় সকল পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দেয়ার নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া, থানা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে নিজস্ব ভবন থাকা সত্ত্বেও থানা সদর সংলগ্ন এতিমখানার দ্বিতল ভবনে অবৈধভাবে মাদ্রাসা কার্যক্রম পরিচালনা, আয়-ব্যয়ে ব্যাপক গরমিল রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আজিমপুর দায়রা শরীফের পীরছাহেব শাহ সূফী নূরুল আলমের (মাঃজিঃয়াঃ) অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষা সচিবের মৌখিক নির্দেশে ২০০১ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মতিউর রহমান মাদ্রাসা পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে মাদ্রাসা কেন্দ্রটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সুপারিশ করলে মাদ্রাসা কেন্দ্র বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মাদ্রাসা কেন্দ্র বাতিলের পরও জামায়াতে ইসলামীর রোকন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা এনামুল হক কুতুবী ও ভাইস প্রিন্সিপাল (রোকন) এবং স্থানীয় জামায়াতী এমপি আলহাজ কাজী আনোয়ার হোসেনের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে মাদ্রাসায় জামায়াতি রাজত্ব বহাল তবিয়তে রেখে সকল অপকর্ম চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, জামায়াতী সমর্থক মাদ্রাসা বোর্ডের বর্তমান কন্ট্রোলার প্রফেসর গোলাম নূরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উক্ত মাদ্রাসায় জামায়াতি রাজত্ব চলছে। অবৈধভাবে বহুসংখক ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে বিপুল অংকের অর্থ আয়, এতিমখান ভবনে মাদ্রাসা পরিচালনা ইত্যাদি অনিয়মের কোন অবসান হয়নি। মাদ্রাসা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের লিখিত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। আর এ সুযোগে মাদ্রাসার জামায়াতি চক্র মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ ছিল মাদ্রাসার নিজস্ব ভবন থাকা সত্ত্বেও এতিমখানায় দ্বিতল ভবন থেকে মাদ্রাসা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে মাদ্রাসা কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় দুর্নীতির অভিযোগে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছিল, মামলা নং-২৩ তারিখ ২৫-১২-২০০১। তদন্ত রিপোর্টে বলা আছে, অভিযুক্ত প্রিন্সিপালের নিকট আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতাদি মাদ্রাসা বোর্ডে প্রেরণের নির্দেশ দিলেও প্রিন্সিপাল তা দাখিল করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (স্মারক নং-১৩৪৬ তাং ৫-১২-২০০০)-এর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।